بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৪ মে ২০২১

ঈদের খুতবায় ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ উঠালেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে আহ্বান জানালেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আজ (১৪ই মে, ২০২১) তাঁর ঈদুল ফিতরের খুতবায় দৃঢ় ভাষায় ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠির নিষ্ঠুরতার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আন্তর্জাতিক সদর-দপ্তর টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদ থেকে খুতবা প্রদানকালে তিনি সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠির অন্যায় আক্রমণ এবং শেখ জার্‌রা থেকে ফিলিস্তিনি পরিবারসমূহকে উচ্ছেদের নিন্দা জানান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ আমাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য দোয়া করতে হবে, যারা বর্তমান গুরুতর অন্যায়ের শিকার। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে, যখন তারা আল-আকসা মসজিদে নামায পড়ার জন্য গিয়েছে, তখন তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র নৃশংস হামলা চালিয়ে তাদের হতাহত করেছে। অনুরূপভাবে, তাদের মালিকানাধীন একটি ছোট্ট বসতি - শেখ জার্‌রা, থেকে তাদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"(ইসরায়েলি) পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করছে এবং গুলি বর্ষণ করছে, আর এখন বিমান হামলা শুরু হয়েছে। তারা বলছে যে, তারা তাদের শত্রুদের এবং জঙ্গিদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভয়াবহ এবং

অন্যায় নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হচ্ছে এবং নিরীহ বেসামরিক জনগণের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এমনও কিছু মিডিয়া প্রতিবেদন এসেছে যে, ইসরায়েলি পুলিশ আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা লাভের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।"

ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা নির্যাতিতের ওপর দয়াপরবশ হোন এবং নির্যাতনকারীদেকে তাঁর বিচারের আওতায় নিয়ে আসুন।"

হুযূর আকদাস গত সোমবার ইসরায়েলি বিমান হামলায় ৯ জন নিরীহ শিশুর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-এর ব্যর্থতা নিয়েও আলোচনা করেন। এরপর আরো অনেক নিরীহ ফিলিস্তিনিদের নিহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর এ বৈষম্যমূলক নীতি এবং নির্মম আক্রমণের প্রসঙ্গে হুযূর আকদাস হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর ন্যায় মানবাধিকার সংস্থাসমূহের প্রকাশিত রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের দিকেও হুযূর আকদাস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ইসরায়েলি সংবাদপত্র *হারেৎস*-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছে:

'এটি (তথাকথিত) ন্যায়বিচারের এক অদ্ভূত রূপ যার অনুশীলন এখানে করা হচ্ছে: *যা আমার তা চিরকালই আমার, আর যা তোমার - তাও চিরকালই আমার।'*

ঠিক এভাবেই ফিলিস্তিনিদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা তাদের ওপর রহম করুন। ফিলিস্তিনিদের জন্য এ ঈদ খুশির বদলে পর্বতসম শোক বয়ে নিয়ে এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ শোককে আনন্দে রূপান্তরিত করুন এবং তারা সুখে-শান্তিতে নিজেদের জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করুন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ফিলিস্তিনি জনগণ এমন নেতা লাভ করুন, যারা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। অবশ্যই মুসলিম দেশগুলোর একতাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং বিশ্বে ফিলিস্তিনি এবং অন্যান্য মুসলমান যারা নির্যাতিত তাদের রক্ষার্থে নিজেদের ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু, মুসলিম বিশ্ব বিভক্ত আর মুসলিম দেশগুলোর মাঝে একতাবোধ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর পক্ষ থেকে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল, তা তারা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা দুর্বল কিছু বিবৃতি প্রদান করেছে, অথচ যদি তারা একতাবদ্ধ হতো এবং সবাই মিলে একটি বিবৃতি প্রদান করতো, তবে এর প্রভাব অনেক বেশি হতো এবং এটি অনেক বেশি কার্যকর সাব্যস্ত হতো।"

পরিশেষে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম নেতৃত্বকে বোধবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করুন। তিনি ইসরায়েলিদেরও সুমতি দান করুন যেন তারা বিরত হয় এবং তাদের অন্যায় আগ্রাসন প্রত্যাহার করে। ফিলিস্তিনিদেরও, যারা নেতৃত্বের অভাবে নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী চলছে, আল্লাহ্ তা'লা এদিক থেকে সুবুদ্ধি দান করুন যে, যদি তাদের পক্ষ থেকেও কোন যুলুম হয়ে থাকে (তা থেকে যেন তারা বিরত হয়)। যদিও প্রকৃত পক্ষে মোটেই এমনটি ঘটছে না। যদি তারা (ফিলিস্তিনিরা) লাঠি ব্যবহার করে থাকে, তবে প্রত্যুত্তরে তাদের ভারি গোলাবর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে, যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ

করেছি। দু'পক্ষের প্রয়োগকৃত শক্তির মধ্যে কোন প্রকার তুলনাই হয় না। সুতরাং আমাদের ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা পরিস্থিতিকে তাদের জন্য পরিবর্তন করে দিন এবং তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং প্রথম চুক্তি অনুসারে তাদেরকে বরাদ্দকৃত স্থানসমূহ ও ভূমির ওপর তাদের ন্যায্য অধিকার তারা বজায় রাখুন।"

তারা এমন নেতৃত্ব লাভ করুন যা তাদের সঠিক পথপ্রদর্শনকারী সাব্যস্ত হয়।

হুযূর আকদাস আহমদী বিস্তৃত পরিসবে সমগ্র বিশ্বের জন্য দোয়া করার বিষয়ে আহমদী মুসলমানদের স্মরণ করান এবং বলেন যে, বিশ্বের সকল অভাবগ্রস্ত মানুষ এবং সেই সকল মানুষ যারা অন্যায়ের শিকার তাদের জন্য আহমদীদের দোয়া করা উচিত।